বেদনার রং নীল কেন

বেদনার রং নীল কেন

তানভীর হোসেন

KOBI PROKASHANI

বেদনার রং নীল কেন
তানভীর হোসেন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি ও লেখক

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৩৯৯ টাকা

Bedonar Rong Neel Keno by Tanvir Hossain Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: May 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 399 Taka RS: 399 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-8-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

যাদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছি
তাদের সকলকে
এই কবিতার বইখানি
উৎসর্গ করলাম।

সূচিপত্র

বেদনার রং নীল কেন	১১
তোমাকে বিদায় জানাবো বলে	১২
আমি বাড়ি ফিরতে চাই	১৩
তোমার সঙ্গে আড়ি	১৪
তোমার আমার হলো দেখা সূর্যদিঘল বাড়ি	১৫
আজ দুজনের দুটি পথ গেছে বেঁকে	১৬
আর যদি দেখা না হয়	১৭
তোমার বিচ্ছেদে	১৮
তোমায় পাব বলে	১৯
ভালোবাসার রং	২০
তোমার মনে আমার স্মৃতি	২১
তুমি আছ বলেই	২২
বসন্ত বিলাপ	২৩
তোমার স্মৃতিতে আমি আর আমার স্মৃতিতে তুমি	২৪
জয়িতা তোমাকেই বলছি	২৫
সুন্দরী তমা আমার	২৬
একটি বিকেল দাও না আমায় নীলাঞ্জনা	২৭
এক মিষ্টি রোদে, পড়ন্ত বিকেলে	২৮
একদিকে তুমি আর একদিকে সারা বিশ্ব	২৯
একজন রবিনসন ক্রুসো ও তুমি	৩০
তোমাকে দেখার সাধ	৩১
প্রেমী ও প্রেমী	৩২
শেষের কবিতা	৩৩
পৃথিবীর এক প্রান্তে তুমি আর অন্য প্রান্তে আমি	৩৪
তোমার আমার শেষের শুরু	৩৫
আমি শুকতারা তুমি অ্যান্ড্রোমেইডা	৩৬
তোমার মাথায় হাত বুলাই যখন-তখন	৩৭
জেল থেকে বলছি	৩৮
তোমার ঠোঁটে চুমু আঁকাই কীভাবে	৩৯

ডালাসের আকাশে ঝকঝকে রোদ	৪০
তোমার চোখে আমায় দেখি বুঝতে পারো কি	৪১
তোমার বুকে মাথা রেখে স্বপ্ন দেখতে চাই আরও	৪২
যদি বুকটা কেটে তোমায় দেখাই	৪৩
মেট্রন আমি তোমায় ভালোবাসি	৪৪
শিরোনামহীন	৪৫
অনেকদিন পর বৃষ্টি দেখলাম, তোমাকে ছাড়াই	৪৬
তোমাকে জানিয়ে দিলাম ওগো প্রিয়তমা	৪৭
তুমি শুনতে কি পাও আমাকে	৪৮
রঙিন ঘুড়ি তোমায় দিলাম মিষ্টি আড়ি	৪৯
ত্রিভুজ প্রেমের বলি আমি	৫০
কচু খান	৫১
তোমার আমার অর্ধবৃত্ত প্রেম	৫২
বর্ণিল, অর্থহীন, অর্ধেক ভালোবাসা	৫৩
তোমার চোখ	৫৪
স্মৃতির পাতা থেকে বলছি	৫৫
তোমার জন্য	৫৬
My Love is Growing	৬১
Will You Hold Me in Your Arms	৬২
Dungeon	৬৩
Every melody is Timeless	৬৪
When You Are Gone	৬৬
Light House	৬৭
Hidden Treasure	৬৮
All I Want...	৬৯
You Will be Loved	৭০
La Lumiere (The Light)	৭১
Enchanted	৭৩
You and I	৭৪
On Spiritual Love and Bonding	৭৬
Love poem for Cleapetra	৭৭
O My Treasure Trove	৭৮
When you are gone..	৭৯

বেদনার রং নীল কেন

তোমার সাথে একবার দেখা হলো মধুর ক্যান্টিনে,
নামটা মধুর হলেও জায়গাটি অত্যন্ত অন্ধকার,
অপরিচ্ছন্ন ও ঘুপচিঘর মার্কা।
এত কিছুর পরও তুমি আমায় ডেকেছিলে
চায়ের নিমন্ত্রণে।
আমি গেলাম একা, আর তুমি
পুরো পাঁচ জনের গার্ল ব্যান্ডের সদস্যসহ।
আমি বললাম মাইরি, এবার কী হবে?
হৃদয়ের কথা বলা লাগবে কি সবার সামনে?
কিছুটা সাহস করে এগিয়ে করলাম সম্ভাষণ
তোমরা হতচকিত দৃষ্টিতে তাকালে এই
বালকের পানে।
তোমার পরনে ছিল গাঢ় নীলের সালোয়ার কামিজ
আর তোমার বন্ধুরা
ওরা যে কি রঙের কাপড় পরেছিল
তা আর নেই মনে।
আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে তোমাকেই দেখছিলাম।
তুমি ছিলে নীল মেকাপে আর তোমার
হাতের গুচির ব্যাগ, সেটাও নীল।
যাক ঐ ব্যর্থ অভিযান শেষে যখন
ফিরলাম এসএম হলে
বন্ধুরা জানতে চাইল কী হলো বল তো?
এবার খুলে বললাম,
গরিব আমি, নিঃস্ব আমি
সেন্ডেলটাও ছেঁড়া।
কিন্তু মনের সাদা ক্যানভাসটা
হঠাৎই নীল রঙে রঙিন হয়ে রইল।
এ জন্যই কি কবি বলেন বেদনার রং নীল!

তোমাকে বিদায় জানাবো বলে

শেষবার যখন দেখা হলো কার্জন হলে
না না হলে নয়, দেখা হয়েছিল ভার্সিটির মলে
মলে! নাকি মধুর ক্যান্টিনে!
তুমি আনমনে হেসে বললে
আমি মধুর ক্যান্টিন টাইপ না
আমাদের দেখা হয়েছিল IBA-এর ক্যান্টিনে।
আমি বাধ সাধলাম।
না না, বলে বিকট শব্দে বললাম, IBA-তে নয়
সেটা তো ছিল ফারিয়েলময়,
ফারিয়েলের গল্পটা বলব আরেকদিন,
ও, ঠিক! ঠিক মনে পড়েছে
তোমায় বিদায় জানাবো বলে ক্লাসের
সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম,
বন্ধুরা কী যেন বলতে চাইল
চোখের ভ্রুকুটিতে!
আমি কিছুটা বিব্রত হয়েছিলাম।
তাই তোমাকে আর বিদায় জানানো হলো না।
মনে মনে বললাম Adios!

আমি বাড়ি ফিরতে চাই

আমার জন্ম চট্টগ্রামে, বড় হয়েছি ঢাকায়
কিন্তু আমার শিকড় পড়ে আছে গ্রামের বাড়িতে
কেউ যখন আমাকে বলত গাঁইয়্যা,
আমি কারেকশন দিয়ে বলতাম চাটগাঁইয়্যা।
কেউ প্রতি আক্রমণে বলত তুই তো নোয়াখাইল্যা।
আমি দ্বিতীয়বার কারেকশন দিয়ে বলতাম ফেনী।
চোপাবাজিতে আমার সাথে যায় না পারা নানি।
তবে তোমার সাথে যেদিন খাচ্ছিলাম কফি
তুমি হঠাৎই বললে তোমার বাড়িও ফেনী।
আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম
তাই তো মনের এত মিল
আমি ফেনী, তুমি ফেনী জানেন অন্তর্যামি
আমি এক্স-ফ্যাক্টর, তুমি সুহাসিনী।
আমি ভালোবাসি তোমায়
আর তুমি বাসো আমায়।
কথাটি দুজনেরই মনে কিন্তু ঠোঁটে আসলো না।
এখন আটাশ বছর পর, তুমি অন্য মহাদেশে
আর আমি চিম্বুকের পাদদেশে।
আমার মন চাইছে, ছুটে যাই গ্রামের বাড়ি
যেখানে পড়ত তোমার হাতের চুড়ি,
যেখানে তোমার পায়ের পাতা
আলপনা এঁকে দিত ঘাসে ও মাটিতে।
ব্যস্ততা আমায় দেয় না অবসর।
তুমি কি বুঝতে পারো
কেন আমি যেতে পারি তোমার
গ্রামের বাড়ি!

তোমার সঙ্গে আড়ি

খুব মনে পড়ছে ঘটনাটা
তোমাকে ডেকে পাঠালাম ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে।
তুমি বললে ব্যস্ত আজ আর আসা হবে না
আমার অভিমানী মন।
কী যেন খোঁজে সারাক্ষণ,
মনের তীব্র দাবদাহ চোখের আগল দিয়ে
হিমবাহের মতো তীব্র স্রোতঃস্বিনী হয়ে
গলে গলে পড়ল।
তোমার সঙ্গে আর হলো না দেখা
আর বুকে আমার ভীষণ রকম ব্যথা।
আমি গেলাম যুদ্ধে, আর তুমি ঘরণী হলে
অন্য আরেকজনের।
আচ্ছা সত্যি করে বলো তো?
একবারও কি মনে পড়ল না
আমার কথা!
ভাবতেই বুকে জমা হলো ভীষণ
রকম ব্যথা
আর মনে মনে নিলাম তোমার সঙ্গে আড়ি।

তোমার আমার হলো দেখা সূর্যদিঘল বাড়ি

তোমার কি মনে পড়ে ওগো?
আমায় বললে তুমি চলো আনন্দ সিনেমা হলে
গিয়ে দেখি সূর্যদিঘল বাড়ি।
আমি বললাম সিনেমা বুঝি না, ও তো কেবল
মনোরঞ্জন আর গানের বাড়াবাড়ি।
তুমি সেকি একরোখা! যেতেই হবে তোমার সাথে।
তুমি ইশারায় বললে, জানো কতজন আমার প্রতি
আকৃষ্ট...যদি তোমায় দেই আড়ি,
আমি বললাম ঠিক নয়, আবেগ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি,
তোমাকে হারাতে চাই না কিছুতেই
বরং চলো যাই চাংপাই,
তুমি রেগে গিয়ে বললে চাংপাই পরে হবে,
আগে চলো দেখি সূর্যদিঘল বাড়ি।
তুমি একমনে চেয়ে দেখলে, হাসলে আবার
কাঁদলে দেখে সূর্যদিঘল বাড়ি।
আর আমি দেখলাম তোমাকে পুরোটা সময়।
কারণ, তুমিই যে আমার সূর্যদিঘল বাড়ি।

আজ দুজনের দুটি পথ গেছে বেঁকে

আমরা ছিলাম মাণিকজোড়!
না! ঠিক বসল না উপমাটা,
তাহলে কী বলব? রোমিও জুলিয়েট?
না এই যুগে এসব চলে না।
যদি বলি শিরী ফরহাদ। না তাও না।
তাহলে আমি সূর্যোদয় আর তুমি সূর্যাস্ত?
হ্যাঁ তা বলা যায়, কারণ
আমি ছিলাম হাস্যোজ্জ্বল, আর তুমি ভীষণ রকম সিরিয়াস।
আমাদের নবীন বয়সের পথঘাট একই দিকে
ধাবিত হচ্ছিল। হঠাৎই আকাশে মেঘের ঘনঘটা!
আমি পড়া ছেড়ে গেলাম চাকরির সন্ধানে
আর তুমি পড়াশুনা শেষ করে হলে অপরের ঘরণী।
আজ আমাদের পথ দুটি গেছে বেঁকে।
তারপরও আমাদের মন ঠিকই মিলিত হলো
সমাজ, সংসার, দেশের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে লক্ষ আলোকের গতিতে।